ঝড়

উঠিয়াছে ঝড়

উঠিয়াছে ঝড়, কড় কড় কড় ঈশানে নাকাড়া বাজিছে তার,
ওরে ভীরু, ওঠ, এখনি টুটিবে ধমকে তাহার রুদ্ধ দ্বার !
কৃষ্ণ মেঘের নিশান তাহার দোলে পশ্চিম-তোরণে ঐ,
ভ্রূকুটি-ভঙ্গে কোটি তরঙ্গে নাচে নদনদী তাথৈ থৈ।
তরবারি তার হানিছে ঝিলিক সর্পিল বিদ্যুল্লেখায়,
হানিবে আঘাত তোর স্বপ্নের শিশ-মহলের দরওয়াজায় ;
কাঁদিবে পূর্ব পুবালী হাওয়ায়, ফোটাবে কদম জুঁই কুসুম ;
বৃষ্টিধারায় ঝরিবে অশ্রু, ঘনালে প্রলয় রবে নিঝুম ?

যে দেশে সূর্য ডোবে—সেই দেশে হইল নবীন সূর্যোদয়,
উদয়-অচলে টলমল করে অস্ত-রবির আঁধার ভয় !
যুগ যুগ ধরি, তপস্যা দিয়ে করেছি মহীরে মহামহান,
ফুটায়েছি ফুল কর্ষিয়া মরু, ধুলির উর্ধ্বে গেয়েছি গান।
আজি সেই ফুল-ফসল-মেলায় অধিকার নাই আমাদেরই,
আমাদের ধ্যান-সুন্দর ধরা আমাদের নয় আজি হেরি !
গীত-শেষে নীড়ে ফিরিবার বেলা হেরি নীড়ে বাসা বেঁধে শকুন,
মাংস-লোলুপ ফিরিতেছে ব্যাধ স্কন্ধে রক্ত-ধনুর্গুণ।
নীড়ে ফিরিবার পথ নাই তোর, নিম্নে নিষাদ, উর্ধ্বে বাজ,
তোর সে অতীত মহিমা আজিকে তোরে সব চেয়ে হানিছে লাজ !

উঠিয়াছে ঝড়—ঝড় উঠিয়াছে প্রলয়-রণের আমন্ত্রণ,
'আদাওতী'র এ দাওতে কে যাবি মৃত্যুতে প্রাণ করিয়া পণ ?
ঝড়ে যা উড়িবে, পুড়িবে আগুনে, উড়ুক পুড়ুক সে সকল,
মৃত্যু যেখানে ধ্রুব তোর সেথা মৃত্যুরে হেসে বরিবি চল !
অপরিমাণ এ জীবনে করিবি জীবিতের মতো ব্যয় যদি,
উর্ধ্বে থাকুক ঝড়ের আশিস, চরণে মরণ-অম্ভূধি !

বিধাতার দান এই পবিত্র দেহের করিবি অসম্মান ?
শকুন-শিবার খাদ্য হইবি, ফিরায়ে দিবি না খোদার দান ?

এ-জীবন ফুল-অঞ্জলি সম নজরানা দিবি মৃত্যুরে,—
জীবিতের মতো ভুঞ্জি জীবন ব্যয় করে যা তা প্রাণ পুরে !
চরণে দলেছি বিপুলা পৃথ্বী কোটি গ্রহ তারা ধরি শিরে,
মোদের তীর্থ লাগি রবি শশী নিশিদিন আসে ফিরে ফিরে।
নিঃসীম নভ ছত্র ধরিয়া, বন্দনা-গান গাহে বিহগ,
বর্ষায় ঝরে রহমত-পানি-প্রতীক্ষমান সাত স্বরগ।
অপরিমাণ এ দানেরে কেমনে করিবি, রে ভীরু অস্বীকার ?
মৃত্যুর মারফতে শোধ দিব বিধির এ মহাদানের ধার।
রোগ-পাণ্ডুর দেহ নয়—দিব সুন্দর তনু কোরবানি,
রোগ ও জরারে দিব না এ দেহ জীবন ফুলের ফুলদানি।
তাজা এ স্বাস্থ্য সুন্দর দেহ মৃত্যুরে দিবি অর্ঘ্যদান,
অতিথিরে দিবি কীটে-খাওয়া ফুল ? লুতা ছিঁড়ে ত্যজা কুসুম আন !

আসিয়াছে ঝড়, ঘরের ভিতর তাজিম করিয়া অতিথে ডাক,
বন্ধুর পথে এসেছে বন্ধু, হাসিয়া দস্তে দস্ত রাখ।
যৌবন-মদ পূর্ণ করিয়া জীবনেরে মৃৎপাত্র ভর,
তাই নিয়ে সব বেহুঁশ হইয়া ঝঞ্ঝার সাথে পাঞ্জা ধর।

ঝঞ্ঝার বেগ রুধিতে নারিবে পড়-পড় ঐ গৃহ রে তোর,
খুঁটি ধরে তার কেন বৃথা আর থাকিস বসিয়া, ভাঙ এ দোর !
রবির চুল্লি নিভিয়া গিয়াছে, ধূমায়মান নীল গগন,
ঝঞ্ঝা এসেছে ঝাপটিয়া পাখা, ধেয়ে আয় তুই ক্ষীণ পবন !

শাখ্-ই-নবাত্

['শাখ্-ই-নবাত' বুলবুল-ই-শিরাজ কবি হাফিজের মানসী প্রিয়া ছিলেন।
'শাখ-ই-নবাত'-এর অর্থ 'আখের শাখা'।]

শাখ্-ই-নবাত ! শাখ্-ই-নবাত ! মিষ্টি রসাল 'ইক্ষু-শাখা'।
বুলবুলিরে গান শেখাল তোমার আঁখি সুর্মা-মাখা।
বুলবুল-ই-শিরাজ হলো গো হাফিজ গেয়ে তোমার স্তুতি,
আদর করে 'শাখ-ই-নবাত' নাম দিল তাই তোমার তূতী।
তার আদরের নাম নিয়ে আজ তুমি নিখিল-গরবিনী,
তোমার কবির চেয়ে তোমায় কবির গানে অধিক চিনি।

মধুর চেয়ে মধুরতর হলো তোমার বঁধুর গীতি,
তোমার রস-সুধা পিয়ে, তাহার সে-গান তোমার স্মৃতি।
তোমার কবির—তোমার তৃতীর ঠোঁট ভিজালে শহদ দিয়ে,
নিখিল হিয়া সরস হলো তোমার শিরীন সে রস পিয়ে।

... ...

কল্পনারই রঙিন পাখায় ইরান দেশে উড়ে চলি,
অনেক শত বছর পিছের আঁকাবাঁকা অনেক গলি—
তোমার সাথে প্রথম দেখা কবির যেদিন গোধূলিতে,
আঙুর-ক্ষেতে গান ধরেছে, কুলায়-ভোলা বুলবুলিতে।
দাঁড়িয়েছিলে একাকিনী 'রোকনাবাদের নহর'-তীরে,
আসমানি নীল ফিরোজা রং ছিল তোমার তনু ঘিরে।
রঙিন ছিল আকাশ যেন কুসুম-ভরা ডালিম-শাখা
তোমার চোখের কোনায় ছিল আকাশ-ছানা কাজল আঁকা।
সন্ধ্যা ছিল বন্দী তোমার খোঁপায়, বেণীর বন্ধনীতে ;
তরুণ হিয়ার শরম ছিল জমাট বেঁধে বুকের ভিতে।
সোনার কিরণ পড়েছিল তোমার দেহের দেউল চূড়ে,
ডাঁশা আঙুর ভেবে এল মৌ-পিয়াসী ভ্রমর উড়ে।
তিল হয়ে সে রইল বসে তোমার গালের গুলদানিতে,
লহর বয়ে গেল সুখে রোকনাবাদের নীল পানিতে।
চাঁদ তখনো লুকিয়ে ছিল তোমার চিবুক গালের টোলে,
অস্ত-রবির লাগল গো রঙ শূন্য তোমার সিঁথির কোলে।
ওপারেতে একলা তুমি নহর-তীরে লহর তোল,
এপারেতে বাজল বাঁশি, 'এসেছি গো নয়ন খোল !'

... ...

তুললে নয়ন এপার পানে—মেলল কি দল নার্গিস তার ?
দুটি কালো কাজল আখর—আকাশ ভুবন রঙিন বিথার !
কালো দুটি চোখের তারা, দুটি আখর, নয় কো বেশি ;
হয়তো 'প্রিয়', 'কিম্বা 'বঁধু'—তারও অধিক মেশামেশি !
কি জানি কি ছিল লেখা—তরুণ ইরান-কবিই জানে,
সাধা বাঁশি বেসুর বোলে সেদিন প্রথম কবির কানে।
কবির সুখের দিনের রবি অস্ত গেল সেদিন হতে,
ঘিরল চাঁদের স্বপন-মায়া মনের বনের কুঞ্জপথে।
হয়তো তুমি শোননি আর বাঁশুরিয়ার বংশীধ্বনী,
স্বপন সম বিদায় তাহার স্বপন সম আগমনী।

রোকনাবাদের নহর নীরের সকল লহর কবির বুকে,
ঢেউ তোলে গো সেদিন হতে রাত্রি দিবা গভীর দুখে।
সেই যে দুটি কাজল হরফ দুটি কালো আঁখির পাতে,
তাই নিয়ে সে গান রচে তার ; সুরের নেশায় বিশ্ব মাতে !
অরুণ আঁখি তন্বী সাকি পাত্র এবং শারাব ভুলে,
চেয়ে থাকে কবির মুখে করুণ তাহার নয়ন তুলে ;
শারাব হাতে সাকির কোলে শিরাজ কবির রঙিন নেশা
যায় গো টুটে ক্ষণে ক্ষণে—মদ মনে হয় অশ্রু মেশা।
অধর-কোণে হাসির ফালি ঈদের পহিল চাঁদের মতো—
উঠেই ডুবে যায় নিমেষে, সুর যেন তার হৃদয়-ক্ষত।
এপারে ঘুরে কবির সে গান ফুলের বাসে দখিন হাওয়ায়
কেঁদে ফিরেছিল কি গো তোমার কানন-কুঞ্জ ছায়ায় ?
যার তরে সে গান রচিল, তারি শোনা রইল বাকি ?
শুনল শুধু নিমেষ-সুখের শারাব-সাথী বে-দিল সাকি ?

শাখ্-ই-নবাত্ ! শাখ্-ই-নবাত্ ! পায়নি তুতী তোমার শাখা,
উধাও হলো তাইতে গো তার উদাস বাণী হুতাশ-মাখা।
অনেক সাকির আঁখির লেখা, অনেক শারাব পাত্র-ভরা,
অনেক লালা নার্গিস গুল বুলবুলিস্তান গোলাব-ঝোরা-
ব্যর্থ হলো, মিটল না গো শিরাজ কবির বুকের তৃষা,
হয়তো আখের শাখায় ছিল সুধার সাথে বিষও মিশা !
নৈলে এ গান গাইত কে আর, বইত না এ সুরধুনী ;
তোমার হয়ে আমরা নিখিল বিরহীরা সে গান শুনি।
আঙুর-লতায় গোটা আঙুর ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবারি,
শিরাজ-কবির সাকির শারাব রঙিন হলো তাই নিঙাড়ি।
তোমায় আড়াল করার ছলে সাকির লাগি যে গান রচে,
তাতেই তোমায় পড়ায় মনে, শুনে সাকি অশ্রু মোছে !
তোমার চেয়ে মোদের অনেক নসিব ভালো, হায় ইরানি।
শুনলে না কো তোমায় নিয়ে রচা তোমার কবির বাণী।
তোমার কবির রচা গানে মোদের প্রিয়ার মান ভাঙাতে
তোমার কথা পড়ে মনে, অশ্রু ঘনায় নয়ন-পাতে !

ঘুমায় হাফিজ 'হাফেজিয়া'য়, ঘুমাও তুমি নহর-পারে,
দীওয়ানার সে দীওয়ান-গীতি একলা জাগে কবর-ধারে।

তেমনি আজো আঙুর ক্ষেতে গেয়ে বেড়ায় বুলবুলিরা,
তূতীর ঠোঁটে মিষ্টি ঠেকে তেমনি আজো চিনির সিরা।
তেমনি আজো জাগে সাকি পাত্র হাতে পানশালাতে—
তেমনি করে সূর্মা-লেখা লেখে ডাগর নয়ন-পাতে।
তেমনি যখন গুলজার হয় শারাব-খানা, 'মুশায়েরা',
মনে পড়ে রোকনাবাদের কুটির তোমার পাহাড়-ঘেরা'।
গোধূলি সে লগ্ন আসে, সন্ধ্যা আসে ডালিম-ফুলী,
ইরান মুলুক বিরান ঠেকে, নাই সেই তান, সেই বুলবুলি।
হাফেজিয়ায় কাঁদন ওঠে আজো যেন সন্ধ্যা প্রভাত—
'কোথায় আমার গোপন প্রিয়া কোথায় কোথায় শাখ্-ই-নবাত্!'
দন্তে কেটে খেজুর-মেতী আপেল-শাখায় অঙ্গ রেখে
হয়তো আজো দাঁড়াও এসে পেশোয়াজে নীল আকাশ মেখে,
শারাব-খানায় গজল শোন তোমার কবির বন্দনা-গান;
তেমনি করে সূর্য ডোবে, নহর-তীরে বহে তুফান।
অথবা তা শোনো না গো, শুনিবে না কোনো কালেই;
জীবনে যে এল না তা কোনো লোকের কোথাও সে নেই!

অসীম যেন জিজ্ঞাসা ঐ ইরান-মরুর মরীচিকা,
জ্বালানি কি শিরাজ-কবির লোকে তোমার প্রদীপ-শিখা?
বিদায় যেদিন নিল কবি শূন্য শারাব পাত্র করে,
নিঙড়ে অধর দাওনি সুধা তৃষিত কবির তৃষ্ণা হরে!
পাঁচ শো বছর খুঁজেছে গো, তেমনি আজো খুঁজে ফিরে
কবির গীতি তেমনি তোমায় রোকনাবাদের নহর-তীরে!

শহদ—মধু। মুশায়েরা—কবি-চক্র। হাফেজিয়া—কবি হাফিজের সমাধিস্থল। রোকনাবাদ—এরই নহর-তীরে কবির কুটির ছিল। বিরান—মরুভূমি।

গদাই-এর পদ বৃদ্ধি

দু-পেয়ে জীব ছিল গদাই বিবাহ না করে!
কুক্ষণে তার বিয়ে দিয়ে দিল সবাই ধরে॥
আইবুড়ো সে ছিল যখন, মনের সুখে উড়ত
হাল্কা দুখান পা দিয়ে সে নাচত, কুঁদত, ছুড়ত॥

বিয়ে করে গদাই
দেখলে সে আর উড়তে নারে, ভারি ঠেকে সদাই।
এ্যাডিশনাল দুখান ঠ্যাং বেড়ায় পিছে নড়ে।

তার পা দুখানা মোটা, বৌর দুখানা সরু,
ছোট বড় চারখানা পা, ঠিক যেন ক্যাঙ্গারু!
ঘরে এলে জরু
দেখলে গদাই, মানুষ সে নাই, হয়ে গেছে গরু!
দড়বড়াতো 'রেসে'র ঘোড়া, এখন সে নড়বড়ে॥

অফিসে পদ বৃদ্ধি হয় না, ঘরে ফি বছরে
পা বেড়ে যায় গড়পড়তায় দুচারখান করে।
বৌ শোনে না মানা—
হন্যে হয়ে কন্যে আনে, মা ষষ্ঠীর ছানা।
মানুষ থেকে চার পেয়ে জীব, শেষ ছ পেয়ে মাছি,
তারপর আট পেয়ে পিঁপড়ে, গদাই বলে গেছি!
কেন্নোর প্রায় গদাই
ছুঁলেই এখন জড়সড়, জবড়জঙ্গ সদাই
বিয়ে করে মানুষ কি এই কেলেঙ্কারির তরে?
দুপেয়ে জীব ছিল গদাই বিবাহ না করে॥

কর্থ্যভাষা

কর্থ্যভাষা কইতে নারি শুর্দ্ধ কথা ভিন্ন।
নেড়ায় আমি নিম্ন বলি (কারণ) ছেঁড়ায় বলি ছিন্ন॥

গোঁসাইকে কই গোস্বামী, তাই মশাইকে মোস্বামী।
বানকে বলি বন্যা, আর কানকে কন্যা কই আমি॥
চাষায় আমি চশশ বলি, আশায় বলি অশ্ব।
কোটকে বলি কোষ্ঠ, আর নাসায় বলি নস্য॥
শশারে কই শিষ্য আমি, ভাষারে কই ভীষ্ম।
পিসিরে কই পিষ্টক আর মাসিরে মাহিষ্য॥

পুকুরকে কই প্রুষ্করিণী, কুকুরকে কই ক্রুক্কু।
বদনকে কই বদনা, আর গাড়ুকে গুড়ুক্কু॥
চাঁড়ালকে কই চণ্ডাল, তাই আড়ালকে কই অণ্ডাল।
শালারে কই শলাকা, আর কালায় বলি কঙ্কাল॥
শ্বশুরকে কই শ্মশ্রু, আর দাদাকে কই দদ্রু।
বামারে কই বম্বু, আর কাদারে কই কদ্রু॥
আরো অনেক বাত্রা জানি, বুঝলে ভায়া মিন্টু।
ভেবেছ সব শিখে নেবে, বলছি নে আর কিন্তু॥

দীওয়ান-ই-হাফিজ

ত্যাজি মসজিদ কাল মুর্শিদ মম আস্তানা নিল মদশালা,
নেবে কোন পথ এবে পথ-রথ ওগো সুহৃদ সখি
পথ-বালা!
আমি মুসাফির যত শারাবির ঐ খারাবির পথ-মঞ্জিলে,
সখি মাফ চাই, বিধি এই রায় ভালো লিখেছিলে
আমি জন্মিলে।
'কাবা শরিফের' পানে করি ফের মুখ কোন বলে আমি
কও সখি,
পীর শারাবের পথ-মদরত যবে, আন-পথে যাবে
শিষ্য কি?
জ্ঞান বোঝে যদি কেন বাঁধি হৃদি প্রিয়া-কুন্তল-ফাঁদে
সেধে সেধে,
যত জ্ঞানী পীর ঐ জিঞ্জির লাগি, দিওয়ানা হবে গো
কেঁদে কেঁদে।
মম ঠোঁটে ও গো বধূ 'আয়েত'-মধু যে ঢালে তব মুখ
'কোর-আনে',
তাই সুধা আর সীধু ফেটে পড়ে শুধু কবিতাতে আর
মোর গানে।
মম অগ্নি-বর্ষী 'আহা' শ্বাস আর একা-রাতে জাগা
কাতরানি।
তব মর্মর-মোড়া মর্মে কি দিল ব্যথা আঁকি কোনো
রাত বাণী!

মম-ময়ূরী লাগি' 'বিরহ'-ভুজগী ফেঁসেছিল ভালো
কেশ-জালে
কেন খুলে দিয়ে বেণী 'বিছেদ'-ফণী ছেড়ে দিলে প্রিয়া
শেষকালে !
তব এলোচুলে বায়ু গেল বুলে মম আলো নিভে গেল
আঁধিয়ারে,
ঐ কালোকেশে আমি ভালোবেসে শেষে দেশে দেশে
ফিরি কাঁদিয়ারে ;
মোর বুক ফাটা 'উহু'-চিৎকার-বাণ চক্কর মারে নভ চিরে,
দেখো হুঁশিয়ার মম প্রিয়তম, তীর-বাজ পাখি উড়ে
তব শিরে !
মোর জ্ঞানী পীর আজ খারাবির পথে, এসো মোর সাথী
পথ-বালা,
ঐ হাফিজের মতো আমাদেরো পথ প্রেম-শিরাজীরই
মদশালা !

ক্ষমা করো হজরত ! !

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা করো হজরত।
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ
ক্ষমা করো হজরত॥
বিলাস বিভব দলিয়াছ পায় ধূলিসম তুমি প্রভু
তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা নওয়াব কভু
এই ধরণীর ধন সম্ভার
সকলের তাহে সম অধিকার
তুমি বলেছিলে, ধরণীতে সবে সমান পুত্রবৎ॥
—ক্ষমা করো হজরত॥
তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণ্য নাহি করে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।
ভিন-ধর্মীর পূজা মন্দির
ভাঙিতে আদেশ দাওনি, হে বীর,
আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনাকো পর-মত॥
—ক্ষমা করো হজরত॥

তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি,
তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী,
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা,
বেহেশত হতে ঝরে নাকো আর তাই তব রহমত॥
ক্ষমা করো হজরত॥

সাম্পানের গান

(পূর্ববঙ্গের ভাটিয়াল সুরে)

ওরে মাঝি ভাই!
ওরে সাম্পানওয়ালা ভাই!
তুই কি দুখ পাইয়া কূল হারাইলি অকূল দরিয়ায়॥
তোর ঘরের রশি ছিঁইরা রে গেল ঘাটের কড়ি নাই,
তুই মাঝ দরিয়ায় ভাইসা চলিস সাম্পান ভাসাই।
ও ভাই দরিয়ায় আয়ে জোয়ার ভাটিরে
তোর ঐ চক্ষের পানি চাই॥

তোর চোখের জল ভাই ছাপাইতে চাস নদীর জলে আইসা,
শেষে নদীই আইল চক্ষে রে তোর তুই চলিলি ভাইসা,
ও তুই কলস দেইখা নামলি জলে রে
এখন ডুইবা দেখিস কলস নাই॥

তুই কূলে যাহার কূল না পেলি তারে অগাধ জলে
কেন খুঁইজা মরিস ওরে পাগল সাম্পান বাওয়ার ছলে,
ও ভাই দুই ধারে এর চোরাবালু রে
তোর হেথায় মনের মানুষ নাই॥

২

কি হইব লাল বাওটা তুইল্যা সাম্পানর উপর।
তোর বাওটায় যত লাগব হাওয়া রে
ও ভাই ঘর হইব তোর ততই পর॥

তোর কি দুঃখ ভাই ছাপাইতে চাস বাওটারে রাঙ্গাইয়া,
এবার পরান ভইর‍্যা কাঁইদ্যা নে ভাই অগাধ জলে আইয়া,
ও ভাই তোর কাঁদনে উইঠা আসুক রে
ঐ নদীর থনে বালুর চর॥

তুই কিসের আশায় দিবিরে ভাই কূলের পানে পাড়ি ;
তোর দীয়া সেথা না জ্বলে ভাই আঁধার দে ঘরবাড়ি ;
তুই জীবন কূলে পেলিনা তায় রে
এবার মরণ জলে তালাস কর॥

বাওটা—পান। দীয়া—প্রদীপ।

৩

তোমায় কূলে তুইলা বন্ধু আমি নামছি জলে।
আমি কাঁটা হইয়া রই নাই বন্ধু তোমার পথের তলে॥
আমি তোমায় ফুল দিয়াছি কন্যা তোমার বন্ধুর লাগি'
যদি আমার শ্বাসে শুকায় সে ফুল তাই হইলাম বিবাগী।
আমি বুকের তলায় রাখছি তোমায় গো
পইর‍্যা শুকাইয়াছিনা গলে॥

যে দেশ তোমার ঘর রে বন্ধু সে দেশ থনে আইসা
আমার দুখের সাম্পান ছাইরা দিছি চলতেছে সে ভাইসা,
এখন যে দেশে নাই তুমি বন্ধু গো
আমি সেই দেশে যাই চলে।
আমি সেই দেশে যাই চলে॥

চট্টগ্রাম
জানুয়ারি ১৯২৯

অ-নামিকা

কোন নামে হায় ডাকব তোমায়
নাম-না-জানা অ-নামিকা।

জলে স্থলে গগন-তলে
তোমার মধুর নাম যে লিখা॥
গ্রীষ্মে কনক-চাঁপার ফুলে
তোমার নামের আভাস দুলে,
ছড়িয়ে আছে বকুল মূলে
তোমার নাম হে ক্ষণিকা॥

বর্ষা বলে অশ্রুজলের মানিনী সে বিরহিণী।
আকাশ বলে, তড়িত লতা, ধরিত্রী কয় চাতকিনী!
আষাঢ় মেঘে রাখলো ঢাকি
নাম যে তোমার কাজল আঁখি,
শ্রাবণ বলে, জুঁই বেলা কি?
কেকা বলে মালবিকা॥

শারদ-প্রাতে কমলবনে তোমার নামের মধু পিয়ে
বাণীদেবীর বীণার সুরে ভ্রমর বেড়ায় গুণ গুনিয়ে!
তোমার নামের মিলমিলিয়ে
ঝিল ওঠে গো ঝিলমিলিয়ে
আশ্বিনে কয়, তার যে বিয়ে
গায়ে হলুদ শেফালিকা॥

নদীর তীরে বেণুর সুরে তোমার নামের মায়া ঘনায়,
করুণ আকাশ গলে তোমার নাম ঝরে নীহার কণায়॥
আমন ধানের মঞ্জরিতে
নাম গাঁথা যে ছন্দ গীতে
হৈমন্তী ঝিম নিশীথে
তারায় জ্বলে নামের শিখা॥

ছায়া পথের কুহেলিকায় তোমার নামের রেণু মাখা,
ম্লান মাধুরী ইন্দুলেখায় তোমার নামের তিলক আঁকা।
তোমার নামে হয়ে উদাস
ধূমল হোলো বিমল আকাশ
কাঁদে শীতের হিমেল বাতাস
কোথায় সুদূর নীহারিকা॥

তোমার নামের শত-নোরী বনভূমির গলায় দোলে
জপ শুনেছি তোমার নামের মুর্হুমুর্হু কুহুর বোলে।
দুলালচাঁপার পাতার কোলে
তোমার নামের মুকুল দোলে
কৃষ্ণচূড়া, হেনা বলে,
চির চেনা সে রাধিকা॥

বিশ্ব রমা সৃষ্টি জুড়ে তোমার নামের আরাধনা
জড়িয়ে তোমার নামাবলী হৃদয় করে যোগসাধনা।
তোমায় নামের আবেগ নিয়া
সিন্ধু ওঠে হিল্লোলীয়া
সমীরণের মর্মরিয়া
ফেরে তোমার নাম—গীতিকা॥